FEB. 1 7 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ৪ ...

দৈনিক ইনকিলাব

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে সাবেক বাকশাল নেতাকে ভিসি নিয়োগ ॥ ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

আবদুল মালেক ঃ গত ১০ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম ভার্সিটির সিনেট নির্বাচন উপলক্ষে ৯ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাবের মন্তব্য বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। সে দিন ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, সিনেট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভিসি-প্রোভিসির দ্বন্দ্ব ও পক্ষে-বিপক্ষে বিরোধ-বিষোদগার যে পর্যায়ে গেছে, তাতে নির্বাচনের পর যে কোনও সময় ভার্সিটি প্রশাসনের গদি ধসে যেতে পারে। সত্যি সত্যি গদি ধসে পড়েছে। সিনেট নির্বাচনের ৪ দিনের মাথায় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদে পরিবর্তন এনেছেন। প্রফেসর আবদুল মান্নানকে সরিয়ে সাবেক বাকশাল নেতা ও গণিত বিভাগের পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যাপক ফজলী হোসেনকে ভিসি পদে বসিয়েছে। একই সাথে বহুল আলোচিত প্রোভিসি ড. আবু ইউসুফকেও সরানো হয়েছে। তবে (১৫ ফেব্রুয়ারী) এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নতুন প্রোভিসির নাম প্রকাশ করা হয়নি। ভিসি পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভার্সিটির শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতিতে তোলপাড় চলছে। প্রফেসর ফজলী হোসেনের মতো বয়োবৃদ্ধ ও বাকশালীকে চট্টগ্রাম ভার্সিটির মতো স্পর্শকাতর শিক্ষাঙ্গনের শীর্ষ পদে বসানোর ঘটনায় খোদ আওয়ামী মহলেই অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। অনেকে ইতোমধ্যে তাকে একজন সুবিধাবাদী হিসেবেও মূল্যায়ন করছেন। জাতীয়তাবাদী মহলের মতে, ছাত্র শিক্ষকদের

১২ এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে সাবেক বাকশাল নেতাকে ভিসি নিয়োগ

৮ এর পাতার পর

দীর্ঘ আন্দোলনে এক জগদ্দল পাথর অপসারিত হলেও চেপে বসেছে আরেক জগদ্দল পাথর যা আরো ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়।

সূত্রমতে, প্রফেসর মান্নান ও ড. ইউসুফকে সরিয়ে নতুন ভিসি নিয়োগের পেছনে বহু নাটকীয় ঘটনা আছে। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের নেতা হিসেবে প্রফেসর মান্নান ও ড. ইউসুফকে ভার্সিটির দুই শীর্ষ পদে বসানো হয়েছিল। কিন্তু বছর না যেতেই নিজ নিজ ব্যক্তিক অবস্থান নিয়ে পরস্পরের অবিশ্বাসজনিত কারণে ভিসি পদ নিয়ে টানাহেঁচড়া শুরু হয়। শুরু হয়ে যায় ফায়দা লুটের শিক্ষক রাজনীতি। এর ফলে ভার্সিটিতে বয়ে গেছে বহু রক্তস্রোত এবং প্রাণ দিয়েছে ৯ জন ছাত্র। তারপরও ছড়ি ঘোরানোর রাজনীতি শেষ হয়নি এবং তা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গত ১০ তারিখের সিনেট নির্বাচনকে নিয়ে। সেই নির্বাচনকে প্রোভিসিপন্থীরা ভিসি হটানোর হাতিয়ার হিসেবে নেয় এবং ৯ জনের বিদ্রোহী প্যানেল দেয়। আর ভিসিপন্থীরা ভিসি মান্নানের অবস্থানকে মজবুত করার কাজে লাগায়। এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে যে আক্রমণাত্মক লিফলেট ছাড়া হয় তার আংশিক ৯ তারিখের ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়। সূত্রমতে, ভিসি-প্রোভিসির দ্বন্দ্বের বিষয়টি বহুদিন থেকেই সরকারী নজরে ছিল। তখন থেকেই সরকার একজন বাকশালী শিক্ষক সন্ধান করছিল যাকে ভিসি পদে বসানো যায়। প্রফেসর ফজলী হোসেনই সেই ব্যক্তি যিনি চট্টগ্রাম ভার্সিটির শিক্ষকদের মধ্যে সর্বাগ্রে বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন। এদিকে গত ১০ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনকে ঘিরে ভিসি ও প্রোভিসিপন্থীদের পরস্পরবিরোধী স্পর্শকাতর লিফলেট প্রকাশের ঘটনাও দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়। ফলে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল তাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি প্রফেসর ফজলী হোসেনের ব্যাপারে গ্রীন সিগন্যাল দেয়। গত বুধবার তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ফজলী হোসেনের নিয়োগের ঘটনায় জাতীয়তাবাদীদের চেয়েও আওয়ামীপন্থীরা বিস্মিত হয়েছে বেশী। কোন কোন শিক্ষক নেতা ইতোমধ্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যে, ১৯৭৫ সালে বাকশালে যোগদান করা ছাড়া দলের জন্য তার আর কোন অবদান নেই। অধিকন্তু তিনি ভার্সিটি রাজনীতিতে প্রায় সময় সাদা দলের পক্ষই নিতেন। এমনকি এক সময় তিনি ডীন নির্বাচনে সাদা দলের প্রার্থীও ছিলেন। আবার জন্মগতভাবে নোয়াখালীর লোক হওয়ায় বিএনপির চেয়ারপারসনের সাথেও তার যোগাযোগ আছে বলে প্রকাশ। এছাড়া তিনি অবসরপ্রাপ্ত, পুনঃনিয়োগ নিয়ে আছেন। কোন কোন জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ও ছাত্রনেতার মতে, প্রফেসর ফজলী হোসেনের মতো একজন বাকশালীকে ভিসি নিয়োগের বিষয়টি সরকারী ষড়যন্ত্রের ফসল। গণতন্ত্রমনা শিক্ষকরা যখন সিনেট নির্বাচন ও প্যানেল গঠনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পন্থায় ভিসি নির্বাচনের পথে, ঠিক সেই সময়ে একজন ব্যক্তিকে ভিসি পদে বসিয়ে দেয়া দুঃখজনক। এর ফলে আওয়ামী সরকারের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল হতে পারে, কিন্তু ভার্সিটি ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষার তেমন কোন উন্নতি হবে কিনা সন্দেহ।

অন্যদিকে প্রফেসর হোসেনের ঘনিষ্ঠ ও আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায় যে, অনেকটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতই তাকে ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তার প্রধান কাজ হবে সিনেট নির্বাচন সম্পন্ন করে পরবর্তী ভিসি নির্বাচনের প্যানেল গঠন করা। সংশ্লিষ্টদের মন্তব্য হল, প্রফেসর মান্নান ও ড. আবু ইউসুফের ব্যক্তিগত রেষারেষিতে শিকে ছিঁড়ল প্রফেসর ফজলী হোসেনের ভাগ্যে। এখন বানরের পিঠা ভাগ করার মত পরিস্থিতি হয় কিনা সেটাই বড় আশঙ্কা।

এদিকে নতুন ভিসি নিয়োগের পর নতুন প্রোভিসি পদের জন্য আওয়ামীপন্থীরা ঢাকায় লাইন দিয়েছেন বলে জানা গেছে। এর মধ্যে সমাজতত্ত্বের ড. আসলাম ভূঁইয়া অগ্রগামী বলে প্রকাশ।